বৃহস্পতিবার
৩০ নভেম্বর ২০২৩ । ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
১৫ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৫
কালের কণ্ঠ
ঢাকা । বর্ষ ১৪ । সংখ্যা ৩১৪

নতুন পেঁয়াজে খুশি কৃষক

দামুড়হুদা

দামুড়হুদা (চুয়াডাঙ্গা) প্রতিনিধি ▷

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় এ বছর গ্রীষ্মকালীন বারী-৫ জাতের পেঁয়াজের বেশ ভালো ফলন হয়েছে। এগুলো আগাম জাতের পেঁয়াজ। পেঁয়াজের বীজের দাম একটু বেশি হলেও ভালো ফলন ও বাজার দর বেশি থাকায় কৃষকের মুখে হাসি ফুটেছে। ক্ষেত থেকে আগাম জাতের এই পেঁয়াজ ঘরে তুলতে এখন ব্যস্ত সময় পার করছেন উপজেলার কৃষকরা।

দামুড়হুদা কৃষি অফিসের তথ্য মতে, এ বছর উপজেলায় এক হাজার ২৩০ বিঘা জমিতে পেঁয়াজের আবাদ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪৮০ বিঘা জমিতে এন-৫৩ ও ৭৫০ বিঘা জমিতে বারী-৫ জাতের পেঁয়াজ আবাদ করা হয়েছে। এর মধ্যে উপজেলার কুতুবপুর, হুদাপাড়া, শীবনগর, হরিরামপুর, বয়রা গ্রামের মাঠে সবচেয়ে বেশি পেঁয়াজের চাষ করা হয়েছে। এরই মধ্যে বারী-৫ জাতের পেঁয়াজ তোলা শুরু হয়েছে। কয়েক দিনের মধ্যে এন-৫৩ জাতের পেঁয়াজও তোলা শুরু হবে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এবার বিঘাপ্রতি ৮০ থেকে ৯০ মণ পর্যন্ত ফলনের আশা করা হচ্ছে।

আগাম জাতের পেঁয়াজ ঘরে তুলতে ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষকরা। সম্প্রতি দামুড়হুদার কোমরপুর-কুনিয়াচাঁদপুর মাঠে। ছবি : কালের কণ্ঠ

দামুড়হুদা উপজেলার কুনিয়াচাঁদপুর গ্রামের পেঁয়াজ চাষি আহসান হাবিব জানান, তিনি উপজেলার ওয়েভ ফাউন্ডেশন থেকে বারী-৫ জাতের বীজ কিনে চারা তৈরি করে কোমরপুর-কুনিয়াচাঁদপুর মাঠে এক বিঘা জমিতে চাষ করেছিলেন। ৮৫ দিনে তাঁর মোট খরচ হয়েছে ৫০ হাজার টাকা। এরই মধ্যে তাঁর পেঁয়াজ তোলা ও বিক্রি হয়ে গেছে। এক বিঘা জমিতে তার ৮৫ মণ পেঁয়াজ উৎপাদন হয়েছে। গত মঙ্গলবার তিনি খুলনার ভৈরব বাজারে আড়তে চার হাজার টাকা মণ দরে বিক্রি করেছেন। এতে তাঁর সব খরচ বাদ দিয়ে দুই লাখ ৭০ হাজার টাকা লাভ হয়েছে।

উপজেলার সীমান্তবর্তী বয়রা গ্রামের আবু তালেব জানান, তিনি গ্রামের মাঠে দুই বিঘা জমিতে গ্রীষ্মকালীন এন-৫৩ জাতের পেঁয়াজ চাষ করেছেন। পেঁয়াজের আকার খুব ভালো হয়েছে। দুই বিঘা জমিতে তাঁর সেচ, সার, পরিচর্যা মিলে খরচ হয়েছে প্রায় এক লাখ টাকা। কয়েক দিনের মধ্যে পেঁয়াজ তোলা হবে। দুই বিঘা জমিতে তাঁর প্রায় ১৮০ থেকে ১৯০ মণ পেঁয়াজ হবে বলে আশা করছেন। এমন বাজারদর পেলে তাঁর সব খরচ বাদ দিয়ে ছয় লাখ টাকা লাভ হবে বলে তিনি আশাবাদী।

দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার অভিজিৎ কুমার বিশ্বাস বলেন, ‘এ সময়ে আমাদের দেশে পেঁয়াজের চাহিদা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। এবার ফলন খুবই ভালো হচ্ছে, দরও ভালো পাচ্ছেন কৃষকরা।’

প্রকাশনার ৭৩ বছর

সংবাদ

বুধবার
২৯ নভেম্বর ২০২৩
১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
১৪ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৫
রেজি. নং ডিএ-৬২
৭৩ বর্ষ, ১৮৯ সংখ্যা
১২ পৃষ্ঠা : মূল্য ৮ টাকা

www.sangbad.net.bd • www.thesangbad.net

দামুড়হুদা (চুয়াডাঙ্গা) : খেত থেকে পেঁয়াজ তুলেছেন কৃষকরা -সংবাদ

গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের বাম্পার ফলন

প্রতিনিধি, দামুড়হুদা (চুয়াডাঙ্গা)

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় এবছর গ্রীস্মকালীন আগাম বারী ৫ জাতের পেঁয়াজ চাষে বাম্পার ফলন হয়েছে। পেঁয়াজ বীজের দাম একটু বেশি হলেও ফলন ভালো ও বাজার দর ভালো হওয়ায় পেঁয়াজ চাষীদেও মুখে হাসির ঝিলিক ফুটে উঠেছে। তারা খেত থেকে পেঁয়াজ ঘরে তুলতে ব্যস্ত সময় পার করছেন

দামুড়হুদা কৃষি অফিসের তথ্য মতে এ বছর উপজেলায় ১২৩০ বিঘা জমিতে পেঁয়াজের আবাদ হয়েছে। এর মধ্যে ৪৮০বিঘা জমিতে এন ৫৩ ও ৭৫০বিঘা জমিতে বারী ৫ জাতের আবাদ হয়েছে। এর মধ্যে উপজেলার কুতুবপুর, হুদাপাড়া, শিবনগর, হরিরামপুর সবচেয়ে বেশী পেঁয়াজের চাষ হয়েছে। ইতোমধ্যে আগাম বারী ৫জাতের পেঁয়াজ তোলা শুরু হয়েছে। দিন দশকের মধ্যে এন ৫৩ জাতের পেঁয়াজ তোলা শুরু হবে। আবহাওয়া অনুকুলে থাকায় এবার বারী ৫ জাতের ফলন বিঘা প্রতি ৮০ থেকে ৯০ মন পর্যন্ত ফলন আশা করা হচ্ছে।

উপজেলার কুনিয়া চাঁদপুর গ্রমের কৃষক পেঁয়াজ চাষী আহসান হাবিব বলেন, তিনি উপজেলার ওয়েভ ফাউন্ডেশন থেকে বারী ৫ জাতের বীজ কিনে চারা তৈরি করে কোমরপুর-কুঁনিয়াচাদপুর মাঠে ১ বিঘা জমিতে চাষ করেছেন। স্বল্পদিনের (৮৫ দিনের) এই ফসলে তার খরচ হয়েছে ৫০ হাজার টাকা। তার পেঁয়াজ তোলা শেষ হয়েছে ফলন খুবই ভালো হয়েছে। তিনি আশা করছেন তার এক বিঘা জমিতে ৮৫ থেকে ৯০ মণ পেঁয়াজ হবে। খুলনার ভৈরব বাজারের আড়তে ৪ হাজার টাকা মণ দাম দাম ঠিক হয়েছে। এমন দাম থাকলে তার তিন থেকে সাড়ে ৩ লাখ টাকার পেঁয়াজ বিক্রি করতে পারবেন। এতে তার সবাই খরচ বাদ দিয়ে প্রায় তিন লাখ টাকা লাভ হবে। দামুড়হুদা বাজারের খুরচা ব্যবসায়ী সামসুল বলেন, বাজারের পেঁয়াজের ব্যাপক চাহিদা থাকে সারাবছরই । দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার অভিজিত কুমার বিশ্বাস বলেন, এ সময় আমাদের দেশে পেঁয়াজের চাহিদা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। বারী ৫ জাতের আবাদ খুবই কম সময়ের ফসল ফলন ও ভালো। কৃষকদের এই আবাদে আগ্রহ বাড়ছে। গ্রীস্মকালীন এই জাতের পেঁয়াজের আবাদ বৃদ্ধি পেলে অনেকটা চাহিদা পুরন হবে সেই সঙ্গে আমদানি নির্ভরতা অনেকটাই কমে আসবে।